দৈনিক বাংলা

তারিখ ৫/৭/৮২
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

011

পলিটেকনিকের প্রোব্লেম

দেশের অধিকাংশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ যে যথাযথভাবে চলছে না, তার পরিষ্কার প্রমাণ বহন করছে যন্ত্রাংশের অভাবে সেগুলির কয়েক কোটি টাকা দামের অনেকগুলি বড় ধরনের যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকার রিপোর্ট। হাতে-কলমে কারিগরি বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়েছে, সেগুলি অকেজো পড়ে থাকার অর্থ একটাই—সঠিক শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটছে না ছাত্রদের। এতে পলিটেকনিক ছাত্রদের শিক্ষা যেমন অপূর্ণাঙ্গ থাকছে, তেমনি থাকছে চাকরি জীবনে তারা যে সব মূল্যবান যন্ত্র নাড়াচাড়া করবে সেগুলির কর্মতত্ত্ব সমূহ আলংকাও। কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে, মানও হচ্ছে না আশানুরূপ।

পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল নয়, এই দুঃখজনক সত্যও প্রকাশ হয়েছে এই রিপোর্টে। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে যন্ত্রাংশের অভাব কি দূর করা সম্ভব হত না? ১৯৭২ সাল থেকে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের সাতশো বড় যন্ত্র বিকল হয়ে আছে। এই দীর্ঘ ন'বছরে এগুলো সচল করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রাংশ কেনার টাকার যোগাড় হয় না বা বিদেশ থেকে আমদানী করা যায় না এমন কথা কোনমতেই ধোপে টিকবে না। আসলে 'কোম্পানী কা মাল দরিয়ামে ডাল' মানসিকতার কারণেই যে অবস্থাটা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে একথা বুঝতে কষ্ট হয় না॥ এই মানসিকতার প্রভাবে বহু সরকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থা লাটে উঠার যো হয়েছে। সেগুলির কোনটা স্থায়ী লোকসানের কারবার, কোনটা ভরতুকির অক্সিজেনে কোনরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও এইরকম দেউলিয়া দশায় থাকবে—তা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে তাই ঘটছে।

আজকের যুগ কারিগরি বিদ্যা ও যন্ত্রের যুগ। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা এবং দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীর যথাযথ রূপায়নের জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রসারে আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে॥ কারণ, কারিগরি শিক্ষা একই সঙ্গে জাতির অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও বেকারত্বের অভিশাপ মোচন করতে পারবে। এ দুটোই আজ আমাদের প্রধান জাতীয় লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে যত বেশি সম্ভব পলিটেকনিক্যাল ও টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা দরকার। সাধারণ শিক্ষার শিক্ষায়তনগুলি থেকে পাস করে যারা বেরুচ্ছে তারা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে শুধু, জাতির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বড় একটা লাগছে না। শিক্ষার্থীরা অবশ্য এই নিষ্ফলা শিক্ষা চায় না। তারা কারিগরি শিক্ষালাভে আগ্রহী। কারিগরি শিক্ষায়তনের সংখ্যা বাড়ানো হলে তাদের ইচ্ছাও পূরণ হবে, দেশের কারিগরি জনশক্তির চাহিদাও মিটবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় একটা ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম থাকা অপরিহার্য।